কিশোর সঞ্চয়ন

পবিত্র সরকার

পুনশ্চ
৯এ, নবীন কুণ্ডু লেন
কলকাতা - ৭০০ ০০৯

ভূমিকা

ছোটোদের জন্য অনেকদিন থেকে লিখছি এবং যতদিন পারি লিখব। শুরু করেছিলাম ছড়া দিয়ে, তারপর ক্রমে, অনেক পরে, গল্প, এমনকি রহস্য-উপন্যাসে, বিস্তারিত হয়েছে। বিচ্ছিন্নভাবে উপন্যাসটি আগে বেরিয়েছিল, বেরিয়েছিল একটি গল্পসংকলন—'বাচ্চাটা অত কাঁদছিল কেন?' নামে। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে যেমন হয়, সে সবের প্রকাশকেরা পরে আর লেখকের 'খোঁজখবর' নেননি।

সেই কারণে 'পুনশ্চ'-র সন্দীপ যখন বললেন যে কিশোর সঞ্চয়ন হিসেবে তিনি সবগুলিকে প্রকাশ করতে রাজি, তখন লেখক উল্লসিত হলেন, বলাই বাহুল্য। সন্দীপ অনেক সুন্দর ও নির্ভুল করে বই ছাপতে যত্ন নেন, আর তাঁর সঙ্গে আমার দীর্ঘদিনের সম্পর্ক— যে-সম্পর্ক এখনও নষ্ট হয়নি।

ফলে এই বই— ছোটোদের জন্য, এবং এই লেখকের মতো ছোটোদের জন্য লেখা পড়তে যাঁরা ভালোবাসেন তাঁদের জন্য। এ বইয়ে লেখকের কোনো ছড়া দেওয়া হল না, কারণ ছড়ার জন্য ভিন্ন সংকলনের পরিকল্পনা আছে। এই লেখক ছোটোদের জন্য লেখায় ছোটোখাটো দু-একটা পুরস্কার পেয়েছেন, সেগুলি ছোটো হলেও লেখকের কাছে তার মূল্য অনেক।

তবু পাঠকদের ভালো লাগা অনেক বড়ো পুরস্কার। এ বই সেটাই প্রত্যাশা করে।

জানুয়ারি ২৬, ২০০৩
কলকাতা

পবিত্র সরকার

সূচিপত্র

উধাও অশ্বমুণ্ড রহস্য	....	১১
সোহাগির গল্প	....	৮৩
দুর্ধর্ষ ট্রাউট শিকার	....	৯০
আলুর দম কীভাবে রাঁধতে হয়	....	৯৭
তাঁরা দুইজন	....	১০৫
জর্ডনকাকুর জাপানি ছাতা	....	১১৩
সুমনামাসির দিনকাল	....	১১৯
দীপু ও সিঙাড়া-ভক্ষণ প্রতিযোগিতা	....	১২৫
পানুবাবুর দুঃস্বপ্ন	....	১৩১
বাচ্চাটা অত কাঁদছিল কেন	....	১৩৭
প্রতিবন্ধীর প্রতিশোধ	....	১৪৫
সোহাগির গৃহপ্রবেশ	....	১৫২
জগুর দুশ্চিন্তা	....	১৫৮
ভয়ের ঠ্যালায় সাহসী	....	১৬৫
কেন গাড়িতে মুরগি চাপা দিতে নেই	....	১৭০

উধাও অশ্বমুণ্ড রহস্য

এক

অশ্বমুণ্ড রহস্য

রোমি আর গাপ্পু এসেছে বাচ্চুকাকুর সঙ্গে ছবির এগজিবিশন দেখতে। বাচ্চুকাকু কলেজে ফিলজফি পড়ান, কিন্তু জানেন না হেন জিনিস নেই। রোমি-গাপ্পুর বাবার খুড়তুতো ভাই বাচ্চুকাকু, তা হলেও দুজনের ব্যবহার আপন ভাইয়েরই মতো। বাবা যখন লেকের মুখোমুখি সাদার্ন এভিনিউর ওপর 'নিজের ফ্ল্যাট কিনুন' স্কিমে একটা ফ্ল্যাটের টাকা জমা দিলেন তখন খুড়তুতো ভাইকেও জড়িয়ে নিলেন। বেলেঘাটায় পুরোনো একটা পৈতৃক বাড়ি ছিল বাচ্চুকাকুর। সেটা বিক্রি করে 'বড়দা'র এই উদয়াচল কো-অপারেটিভে একটা ফ্ল্যাট বুক করে নিলেন। মজার ব্যাপার হল, লটারিতে দেখা গেল দুভাই পাশাপাশি ফ্ল্যাট পেয়ে গেছেন। তারপর বছর দুই পরে উঠে এলেন বাচ্চুকাকু তাঁর নতুন আস্তানায়। এসে বই দিয়ে ঠেসে ফেললেন ঘরগুলোকে। শৌখিন ফোটোগ্রাফি ছিল তাঁর প্রিয়। ফলে একটা ক্লোজেট মতন করে কালো পর্দা ঢেকে একটা 'ডার্করুম'ও বানালেন। তারপর তাঁর ম্যাজিকের নানা যন্ত্রপাতি রাখলেন একটা ঘরে। ফলে বাড়িটা অচিরেই লাইব্রেরি আর জাদুঘরের একটা জগাখিচুড়ি হয়ে দাঁড়াল।

বাচ্চুকাকুর থাকার মধ্যে আছেন এক বিধবা মা, রোমি-গাপ্পুর 'ছোড়দিদি'। তিনি ছেলের এসব পাগলামি নিয়ে একটু চিন্তিত। কিন্তু খুব বেশি চিন্তিত নন।

বাচ্চুকাকুর কলেজের বাইরে বেশিক্ষণ সময় কাটে রোমি-গাপ্পুর সঙ্গে। রোমি হল ঊর্মিমালা। কমলা গার্লসে ক্লাস নাইনে পড়ে। পনেরো বছরের মেয়ে। কালোর মধ্যে ছিপছিপে লম্বাটে চেহারা, চোখ দুটি বুদ্ধিতে উজ্জ্বল। মুখখানি মিষ্টি। মাথায় একরাশ চুল। গাপ্পু তার ছোটো ভাই, যার ভালো নাম পরন্তপ। সে বালিগঞ্জ গভ্‌মেন্ট স্কুলে ক্লাস সিক্‌সে পড়ে। দুজনেই লেখাপড়ায় চৌকশ।

চৌকশ যে হয়েছে, সে খানিকটা বাচ্চুকাকুর গুণে। বাচ্চুকাকু ছেলেবেলা থেকেই তাদের সঙ্গে লেগে আছেন। বাবাকে বলেছিলেন, 'বড়দা তুমি এ দুটোকে আমার হাতে ছেড়ে দাও, আমি ওদের সেয়ানা করে দেব।' বাবা খুব খুশি হয়েই ভাইকে স্বাধীনতা দিয়েছিলেন। তিনি নিজে ব্যস্ত মানুষ, ছেলেমেয়েকে দেখার বেশি সময় পান না। মা-ও কলেজে পড়ান, কিন্তু পড়ানো আর ঘর-সংসার নিয়ে তাঁকে এত ব্যস্ত থাকতে হয় যে ছেলেমেয়ের পড়াশোনা নিয়ে চিন্তা করার বেশি আর কিছু করে উঠতে পারেন না তিনি। ফলে বাচ্চুকাকুই দিনে অন্তত একবার ওদের নিয়ে বসেন। মাস্টারমশাইও অবশ্য আসেন জনাদুয়েক।

কিন্তু বাচ্চুকাকু রোজই বলেন, 'শুধু বই পড়া নয়, শুধু ইশকুল যাওয়া-আসা নয় রোমি-গাপ্পু, তোদের দেখা শিখতে হবে, দেখা। তাকিয়ে দেখতে হবে সব।'

রোমি-গাপ্পু বলে, 'বাঃ কাকু, আমরা কি অন্ধ নাকি, সবই তো দেখতে পাই।'

'সবই দেখতে পাস? বল্ তো আমি এখন কোত্থেকে আসছি?' বাচ্চুকাকু হঠাৎ জিজ্ঞেস করলেন।

রোমি বলল, 'সে আর এমন কী? তুমি ঘরে ঢোকামাত্রই আমি বুঝতে পেরেছি।'

বাচ্চুকাকুর চোখ কপালে উঠে গেল, 'সে কী রে? বল্ তো?'

রোমি বলল, 'তুমি খুব দূরে কোথাও যাওনি। অন্তত ট্রামে-বাসে, যদি দূর থেকে আসতে তাহলে তোমার চেহারা আরও ক্লান্ত দেখাত, জামা-কাপড় আর-একটু ম্যাড়মেড়ে, একটু ঘামে-ভেজা। সবচেয়ে বড়ো কথা, এসেই তুমি মা-র কাছে প্রথমে এক গ্লাস জল চাইতে, তারপর চা বা কফি চাইতে। এখন সে সব কিছুই চাওনি!'

'তাই?' বাচ্চুকাকুর চোখে খুশির কৌতুক ঝিলিক দিয়ে উঠল।

'তাই মনে হচ্ছে,—আসলে আমার অনুমান এটা—তুমি তোমার 'সন্তর্পণ' রেস্টুরেন্টের আড্ডা থেকে আসছ!'

'ব্যস, এই?' বাচ্চুকাকু যেন নতুন একটা চ্যালেঞ্জ দিলেন রোমিকে।

রোমি বলল, 'আরও একটু আছে। তোমার সারা গা থেকে বখু সিগারেটের গন্ধ বেরোচ্ছে। তার মানে তুমি এমন একটা জায়গায় ছিলে যেখানে চতুর্দিকে অনেকক্ষণ ধরে অনেকে সিগারেট খাচ্ছিল। সেটা রেস্টুরেন্ট হওয়াই সম্ভব। অবশ্য আর দু-একটা অনুমান করা যায়, তবে'—

বাচ্চুকাকু হই হই করে রোমির পিঠ চাপড়ে মাথার চুল নেড়ে বললেন, 'ব্রাইট গার্ল, জবাব নেই! তুমি ঠিক ধরেছ। এইভাবেই দেখা শিখতে হয়।' গাপ্পু তো দিদির কৃতিত্বে মুগ্ধ। সে ভাবল, খুব মজার তো জিনিসটা। দিদি যদি পারে, আমিই-বা চেষ্টা করব না কেন? বাচ্চুকাকু যেন তার মনের কথাটা বুঝতে পারলেন । বললেন, 'দেখা মানে তো শুধু চোখের দেখা নয়। নাক চোখ কান সবকিছু দিয়ে দেখতে হয়। তার জন্য শুধু বই পড়ে পড়ে লাভ নেই। রাস্তায় চলবি, লোকের দিকে তাকিয়ে তার চরিত্র, অবস্থা, কী কাজ করে সে— এসব বুঝে নেবার চেষ্টা করবি। তার জন্যে পড়তে যেমন হবে, তেমনই সব দেখতে হবে। সিনেমা, নাটক, ছবির এগজিবিশন, জাদুঘর'—

বাচ্চুকাকু নিজেই ওদের নিয়ে বেরোতেন নানা জিনিস দেখাতে। রাস্তায় বেড়াতে বেড়াতে গাছ চেনাতেন, ফুল চেনাতেন —'ওই দ্যাখ বিগোনিয়া, ওই যে ক্লেমাটিস ফুটে আছে সেন্ট পলস গির্জার বাগানে'— এই সব বলে বলে কত কী যে ওদের মগজে ঢুকিয়ে দিয়েছেন তার ইয়ত্তা নেই। আজ নভেম্বরের এই শীত-শীত সন্ধেয় নিয়ে এসেছেন ছবির এগজিবিশন দেখাতে।

বিরাট এগজিবিশন চলছে অ্যাকাডেমি অফ ফাইন আর্টসে। ভারত সরকারের শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সংস্কৃতি-সম্পর্কের যে-বিভাগ আছে— ইন্ডিয়ান কাউন্সিল ফর কালচারাল রিলেশনস্ — সংক্ষেপে আই-সি-সি-আর—তারা আমেরিকার অনেকগুলো ছবির মিউজিয়ামের সঙ্গে কী একটা চুক্তি করেছে। ফলে সে সব মিউজিয়াম থেকে বাছাই-

করা কিছু ছবি — প্রায় আশিখানা—পাঠানো হয়েছে ভারতবর্ষে। দিল্লি, মুম্বাই, চেন্নাই আর কলকাতা এই চারটি শহরে প্রদর্শনীর জন্যে। আমেরিকানদের দেদার টাকা, তাই পৃথিবীর সব বড়ো বড়ো শিল্পীর ছবি কিনে তারা নিজেদের মিউজিয়ামের দেয়াল সাজিয়ে ফেলেছে। তারই কয়েকজনের ছবি তারা পাঠিয়েছে এই প্রদর্শনী-সফরে।

প্রথম প্রথম দীর্ঘ লাইনে দাঁড়িয়ে দেখতে হত, এখন প্রদর্শনী পুরোনো হওয়ায় ভিড় কম। সদর গ্যালারিগুলো দেখে রোমি আর গাপ্পু বাচ্চুকাকুকে নিয়ে সাউথ গ্যালারির একটা ঘরে ঢুকল। এটা আগের বড়ো হলঘরটার চেয়ে ছোটো। এখানে আলাদা করে এই শতাব্দীর কিছু বড়ো শিল্পীর কাজ দেখানো হচ্ছে। বাচ্চুকাকু বলছিলেন, 'এদিকে ওই যে চৌকো খোপ-খোপ চেক-চেক জামাকাপড়ের ডিজাইনের মতো ছবি দেখছিস, এ শিল্পীর নাম পিয়েট মনড্রিয়ান, জাতে ডাচ। ওদিকে যে রংবেরঙের পোকামাকড়, গানের স্বরলিপি সব মিশিয়ে এক ধরনের ছবি, মনে হয় বাচ্চারা দেয়ালের গায়ে ভূত-প্রেতের ছবি এঁকে রেখেছে— ওগুলোর শিল্পী হুয়ান মিরো, জাতে স্প্যানিশ। ওর পাশে দুটো ছবি সালভাদোর দালির'...

রোমি বাচ্চুকাকুর বক্তৃতা শুনতে শুনতে একটু ক্লান্ত বোধ করল। ঘরের লোকজনের দিকে তাকিয়ে দেখল একটু। দরজার কাছে দুজন লোক চেয়ারে বসে আছে, বোঝাই যাচ্ছে তারা নজর রাখছে ছবিগুলোর দিকে। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ শিল্পসম্পদ একএকটা, সাবধান তো হতেই হবে। তার ওপর ধার করে আনা জিনিস। ঘরে তখন জনা দশ-বারো লোক ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছবি দেখছে। তার মধ্যে খুব সুন্দর সাজগোজ করা দুটি সুন্দরী ভদ্রমহিলা, তাদের সঙ্গে একজন স্যুট-নেকটাই পরা পুরুষ। পাঁচজনের একটি সম্পূর্ণ পরিবার—বাবা-মা, দুটি মেয়ে, একটি ছেলে। রোমির মনে পড়ল, ছেলেটি বছর পাঁচেকের বলে গেটে প্রথমে তাকে ঢুকতে দিতে চায়নি এগজিবিশনের লোকেরা। এই নিয়ে একটু হই-চইও হয়েছিল, বাবা-মা খুব কাকুতি-মিনতি করায় তাকে ছেড়ে দেয়। বড়ো মেয়েটি বছর সতেরোর হবে, সে বাবাকে জিজ্ঞেস করল, 'বাবা ওরা পিকাসোর 'গুয়েরনিকা' আনেনি?' শুনে গাপ্পুর হঠাৎ হাসি পেল। একটু আগেই তারা বাচ্চুকাকুর কাছে শুনেছে ছবিটার নামের উচ্চারণ আসলে 'গেরনিকা'। নিউইয়র্কের মেট্রোপলিটন মিউজিয়াম অব মডার্ন আর্ট-এ আগে ছিল, এখন স্পেনের মাদ্রিদের জাতীয় সংগ্রহশালায় ফিরে গেছে। বিশাল দেয়াল-জোড়া ছবি, আনা অসম্ভব। দিদিকে বলল, 'দিদি শুনলি? গুয়েরনিকা বলছে!' রোমি বিষয়টা এক মুহূর্তে বুঝে নিয়ে মুখ টিপে হাসল। আর একজন দর্শকের দিকে চোখ যাচ্ছিল বারবারই। একটা পা পঙ্গু, ক্রাচ নিয়ে এসেছে। পরনে প্যান্ট, কিন্তু গায়ে দামি শাল জড়ানো। কাঁধ পর্যন্ত ঝাঁকড়া চুল, সামান্য দাড়ি, সোনার ফ্রেমের চশমায় সৌম্য চেহারা। আরও দু-চার জন ছুটকো-ছাটকা দর্শক।

হঠাৎ সেই সুন্দরী ভদ্রমহিলাদের একজন একটা অদ্ভুত আর্তনাদ করে মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন। অন্য জন 'সুনি, সুনি, কী হল?' বলে চেঁচিয়ে উঠলেন। সঙ্গী ভদ্রলোক, 'ডাক্তার, একজন ডাক্তার ডাকুন প্লিজ' বলে দরজার কাছে সেই লোক দুটির কাছে ছুটে গেলেন। তাদের একজন একটু দ্বিধা করে দৌড়ে ফোন করতে গেলেন। আরেকজন ছুটে এলেন ভদ্রমহিলার কাছে। ততক্ষণ সকলে তাকে ঘিরে ফেলেছে। সবাই দেখতে

চাইছে কী হল। প্রদর্শনীর ভদ্রলোক ধমক দিয়ে উঠলেন, 'কী করছেন কী, সরে যান! হাওয়াটা ছেড়ে দিন।' ভদ্রলোককে বললেন, 'আপনি এক গ্লাস জল নিয়ে আসুন ক্যান্টিন থেকে।' ভদ্রলোক ছুটে বেরিয়ে গেলেন। কিন্তু জল নিয়ে ফিরে আসার আগেই ভদ্রমহিলা চোখ মেলে উঠে বসলেন। অন্য ভদ্রমহিলার হাত চেপে ধরে পাংশুমুখে বললেন, 'নিনি বাড়ি যাব।' নিনি তখন প্রদর্শনীর ভদ্রলোককে বললেন, 'খুব বিশ্রী লাগছে, আপনাদের এখানে এভাবে'—

ততক্ষণে জল নিয়ে সঙ্গী ভদ্রলোক এসে পৌঁছেছেন। সুনি তাকে বললেন, 'অতনুদা, আমি উঠছি, তুমি আর নিনি অমাকে ধরে গাড়িতে নিয়ে চলো।'

সুনি দুজনের কাঁধে ভর দিয়ে আস্তে আস্তে বেরিয়ে এল। দর্শকদের শোভাযাত্রা চলল তার পেছন। পেছনে বাচ্চুকাকুর হাত ধরে রোমি-গাপ্পুও বেরিয়ে এল। যখন ওরা দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে রবীন্দ্রনাথের বড়ো মূর্তিটার কাছে তখন রোমির কানে এল একটা মোটর সাইকেল স্টার্ট নেওয়ার শব্দ। একটু পরে গেটের বাইরে এসে ভদ্রমহিলাদের হালকা বাদামি রঙের অ্যামবাসাডার গাড়িতে পেছনের সিটে সেই 'সুনি'-কে শুইয়ে দেওয়া হল।

রোমি লক্ষ করল, সেই ক্রাচওয়ালা মানুষটি ছাড়া ঘরের সকলেই গাড়ি পর্যন্ত এসেছে, গাড়িটা বেরিয়ে যাবার পরেও ভিড়টা একটু অনিশ্চিত অবস্থায় জমে রইল, তারপর আস্তে আস্তে ভেঙে অদৃশ্য হয়ে গেল।

দুই

কী প্রকারে

পরদিন সকালে খবরের কাগজের প্রথম পাতা দেখেই রোমি ছুটে গিয়ে বাচ্চুকাকুর অ্যাপার্টমেন্টের দরজায় কলিং বেলের বোতাম টিপল, ধাক্কাও দিল সেই সঙ্গে — 'কাকু, শিগগির খোলো!' বাচ্চুকাকু দরজা খুলে দিয়ে বললেন, 'তোমার উত্তেজনার কারণ আজকের কাগজের একটি বিশেষ খবর — আমার এ অনুমান কি সত্য?'

ততক্ষণে গাপ্পুও ছুটে এসেছে। এসে বলল, 'কাকু, কী করে ঘটল? আমরা তো কিচ্ছু টের পেলাম না! কখন হল?'

এদের চ্যাঁচামেচিতে ছোড়দিদি চলে এসেছন বসবার ঘরে, জিজ্ঞেস করলেন, 'কীরে, ব্যাপার কী? সাতসকালে হল্লা শুরু করছস তিনজনে?'

গাপ্পু ছোড়দিদির চোখের সামনে 'আজকাল'-এর প্রথম পাতাটা মেলে ধরল। তাতে প্রায় সারা পাতা জুড়ে বিরাট বিরাট অক্ষরের হেডলাইন —

"ভারতের ভয়ংকরতম চিত্রচৌর্য!
প্রদর্শনী থেকে দুর্লভ পিকাসো উধাও!"

নীচে সংবাদে বলা হয়েছে, 'গতকাল কে বা কারা অ্যাকাডেমি অফ ফাইন আর্টসের সাউথ গ্যালারির দু নম্বর ঘর থেকে অমর চিত্র-শিল্পী পিকাসোর 'হেড অফ আ হর্স' বা 'ঘোড়ার মাথা' ছবিটিকে চুরি করে নিয়ে গেছে। পাঠকদের স্মরণ থাকতে পারে

যে, ছবিটি পিকাসোর বিখ্যাত 'গেরনিকা' (গাপ্পু কাকুকে দেখাল স্টাফ রিপোর্টার ঠিকই লিখেছে উচ্চারণ) ছবির কেন্দ্রে যে ঘোড়ার মুখটি আছে তারই একটি প্রাথমিক খসড়া থেকে তৈরি, তবে এটি আলাদা ছবি। নিউইয়র্কের মেট্রোপলিটান মিউজিয়াম অব মডার্ন আর্ট-এ যে ঘরে গেরনিকা ছিল সেই ঘরেই এক পাশে এটিও টাঙানো ছিল — এটি মাদ্রিদে যায়নি। সম্প্রতি ভারত সরকারের সংস্কৃতি বিনিময় দপ্তরের অনুরোধে এ ছবি ভারতে আসার ছাড়পত্র পেয়েছিল। এ তৈলচিত্রটির মাপ ২৫১/ ইঞ্চি x ৩৬১/ ইঞ্চি। এতে গেরনিকা গ্রামের উপর স্বৈরতন্ত্রী ফ্রাঙ্কোর বিমানবাহিনীর অতর্কিত বোমাবর্ষণে পশু ও মানুষের যে মৃত্যু-যন্ত্রণা প্রকাশিত হয়েছে তা সারা পৃথিবীর মানুষকে যুদ্ধের বিরোধী করে তুলে শান্তির মন্ত্রে দীক্ষা দিয়েছে।'

রোমি খুঁজতে লাগল চুরি কীভাবে হয়েছে সে সম্বন্ধে কোনো খবর আছে কিনা। দেখা গেল, সে সম্বন্ধে কারই ধারণা তেমন স্পষ্ট নয়। কালকে ভদ্রমহিলার ওই অজ্ঞান হয়ে যাওয়ার ঘটনাটার সংক্ষিপ্ত উল্লেখ আছে, কিন্তু জানানো হয়েছে প্রদর্শনীর কর্মচারী দুজন ঘর ছেড়ে যায়নি, ভদ্রমহিলাকে বার করে নিয়ে যাওয়ার পরেও তারা লক্ষ করে দেখেছে সব ছবি যে যার জায়গাতে ঠিকই আছে। তখন মাত্র মিনিট-পনেরো বাকি ছিল প্রদর্শনী বন্ধ হওয়ার। এর মধ্যে আরও কিছু লোক এসে ছবিগুলো দেখে গেছে, কোথাও কোনো যে গণ্ডগোল হয়েছে তা কেউ ধরতে পারেনি। শুধু আটটার সময় অ্যাকাডেমি অফ ফাইন আর্টসের সম্পাদক কলকাতার বিখ্যাত চিত্রশিল্পী ব্রতীন মৈত্র এসে যখন ওই ঘরে ঢোকেন তখন তিনি লক্ষ করেন উত্তরদিকের দেয়ালে এই ছবিটি একটু বেঁকে রয়েছে। কাছে যেতেই তাঁর মনে সন্দেহ হয়। এ তো পিকাসোর অশ্বমুণ্ড বলে মনে হচ্ছে না! অশ্বমুণ্ডেরই ছবি বটে, কিন্তু কোথায় সেই অসামান্য রঙের নীলাভ বাদামি ধূসরতা? কোথায় ঘোড়ার মুখের সেই মর্মান্তিক যন্ত্রণা? এ তো কোনো শিক্ষানবিশের অপটু অক্ষম কাজ ছাড়া আর কিছুই নয়।

এরপরে রিপোর্টার ব্রতীন মৈত্রের ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার তুলে দিয়েছেন। ব্রতীনবাবু বলেছেন,'একনজর দেখেই আমি বুঝলুম এটা একটা বাজে নকল! তক্ষুনি আমি ওই ঘরের মিঃ ঘোষকে বললুম, সর্বনাশ হয়েছে, এক্ষুনি লালবাজারে ফোন করুন। পিকাসোর 'হেড অব আ হর্স' চুরি হয়ে গেছে! মিঃ ঘোষ লালবাজারে ফোন করলেন। তিনি বুদ্ধি করে মার্কিন কনস্যুলেটেও ফোন করে দিয়েছিলেন। স্বয়ং পুলিশ কমিশনার চলে এলেন, তার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই এলেন মার্কিন কনস্যুলেটের কালচারাল অ্যাটাশে মিঃ কোহেন। তিনি এই এগজিবিশনের দায়িত্ব নিয়ে ওদেশ থেকে যিনি এসেছেন সেই শিল্প-এক্সপার্ট জুডি গোল্ডম্যানকেও নিয়ে এলেন সঙ্গে। আমরা কেউ ছবিতে হাত দিইনি তখনও। গোল্ডম্যান ভদ্রমহিলা এসে একবার তাকিয়েই বললেন, 'দিস ইজ জাঙ্ক' (এটা আবর্জনা)। তখন পুলিশ কমিশনার গোয়েন্দা বিভাগের সহকারী ডেপুটি কমিশনার শ্রীবিমলেন্দু সান্যালকে সাবধানে ছবিটা নামিয়ে আনতে বললেন। যদি হাতের আঙুলের ছাপটাপ পাওয়া যায়। ছবির ফ্রেমটা দুটো হুকের গায়ে আলতো করে ঝোলানো ছিল, নামিয়ে আনতেই দেখা গেল অদ্ভুত জিনিস। ফ্রেমটা একটা আস্ত ফ্রেমও নয়, পেছনে কয়েকটা কাঠ কব্জা দিয়ে এমনভাবে লাগানো যে, ইচ্ছে করলেই সেগুলোকে ভেঙে ভাঁজ করে ছবিটাকে গুটিয়ে ফেলা যায় — অনেকটা আগেকার ক্যাম্প খাটের ধরনে।